উচ্চ আদালতে যাওয়ার ভাবনা দু'পক্ষেরই

শিশুকে তুলে আছাড়, কোর্টে সাজা শিক্ষিকার

নিজস্ব সংবাদদাতা

ছাত্রের বয়স ছিল তিন বছর। ঘরের দরজা বন্ধ করে সেই শিশুটিকেই বেধড়ক মারধর করেছিলেন গৃহশিক্ষিকা। ঘরে বসানো ছিল সিসিটিভি ক্যামেরা। গোটা ঘটনাই ধরা পড়ে গিয়েছিল তাতে। পরে যা 'ভাইরাল' হয়ে যায় দেশ জুড়ে। কলকাতার লেক টাউন থানা এলাকার সেই ঘটনায় সোমবার অভিযুক্ত মহিলাকে দোষী সাব্যস্ত করে ছ'মাসের কারাদণ্ড দিল বিধাননগর আদালত। এ দিনই অবশ্য ওই গৃহশিক্ষিকা জামিন পেয়েছেন। তাঁর আইনজীবী জানান, তাঁরা উচ্চ আদালতে যাবেন। সরকার পক্ষের বিশেষ কৌঁসুলির বক্তব্য, সাজার মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করতে তাঁরাও উচ্চ আদালতে যাওয়ার কথা ভাবছেন।

ঘটনাটি ২০১৪ সালের ২২ জুলাইয়ের। শিশুটির মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে গৃহশিক্ষিকা পূজা সিংহকে গ্রেফতার করে লেক টাউন থানার পুলিশ। পরে তিনি জামিনে ছাড়া পান। সোমবার সেই মামলায় পূজা সিংহকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করেন এসিজেএম শুভ্রসোম ঘোষাল।

শিশুটির পরিবারের তরফে দায়ের করা অভিযোগে জানানো হয়েছিল, ২০১৪-র ২২ জুলাই লেক টাউন থানা এলাকার বাসিন্দা ওই পড়ুয়াকে পড়াতে যান পূজা। যে ঘরে তিনি পড়াচ্ছিলেন, সেই ঘর থেকে শিশুটির মা শালিনীকে বেরিয়ে যেতে বলেন তিনি। শালিনী বেরোতেই দরজা বন্ধ করে দেন পূজা। কিছু

■ শিশুকে মারধরের সেই সিসিটিভি ফুটেজ।

ক্ষণ পরে ছেলের কান্নার আওয়াজ পান শালিনী। তাঁদের ঘরে সিসি ক্যামেরা লাগানো ছিল। সন্দেহ হওয়ায় ড্রয়িং রুমের কম্পিউটার খুলে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে তিনি দেখেন, ছেলেকে 'নির্মম' ভাবে মারছেন পূজা। এর পরে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকেন শালিনী। কিন্তু পূজা প্রথমে দরজা খোলেননি। পরে দরজা খোলায় শালিনী দেখেন, তাঁর ছেলে বিছানায় পড়ে রয়েছে। কেন ওকে মারা হয়েছে জানতে চাইলে পূজা জানান, তিনি মারেননি। ছেলেটি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। শালিনীর আরও অভিযোগ, ওই ঘটনার পরেই বিকেলে পূজার স্বামী তাঁদের বাড়ি আসেন এবং মারধরের ঘটনা যাতে কাউকে না জানানো হয়, তার জন্য হুমকি দেন। তদন্তে নেমে পূজাকে পরে গ্রেফতার করে বিধাননগর পুলিশ।

শিশুটিকে মারধরের ঘটনার ফুটেজ প্রকাশ্যে আসতেই তা 'ভাইরাল' হয়ে যায়। শোরগোল পড়ে যায় দেশ জুড়ে। যদিও পুলিশ সূত্রের খবর, ওই ঘটনার পরে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ছড়িয়ে পড়লেও হার্ড ডিস্ক তদন্তকারীদের দেয়নি অভিযোগকারী পরিবার। ফলে মহিলাকে দোষী প্রমাণ করার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তা। তবে আক্রান্ত শিশুটি নিজেই পুরো ঘটনাটি আদালতে জানিয়েছে বলে জানান সরকার পক্ষের আইনজীবী।

পূজা সিংহের আইনজীবী ইন্দ্রকান্ত ঝা-র বক্তব্য, এই মামলায় একাধিক অসঙ্গতির কথা আদালতে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর দাবি, মিথ্যা মামলা করা হয়েছিল। তাই এই রায়ের বিরুদ্ধে তাঁরা উচ্চ আদালতে যাবেন। উচ্চ আদালতে তাঁর মক্কেল বেকসুর খালাস পেলে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হবে। সরকারি কৌঁসুলি বিভাস চট্টোপাধ্যায় জানান, ঘটনার পরে আতঙ্ক এতটাই ছিল যে, এক মাসেরও বেশি স্কুলে যেতে পারেনি ওই শিশুটি। এমনকি, এখনও তার মনে আতঙ্ক রয়ে গিয়েছে বলে শালিনী আদালতে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "ছ'মাস সাজার ঘোষণা হলেও তার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য উচ্চ আদালতে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।"

নাবালিকা মারধরে কারাদণ্ড শিক্ষিকার

এই সময়: ঘরের মধ্যে তিন বছরের একরত্তি মেয়েটাকে কোলে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলছেন গৃহশিক্ষিকা। বন্ধ ঘরে অঝোরে কেঁদে চলেছে শিশুটি। ঠিক চার বছর আগে লেকটাউনের সেই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আসার পর সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল। গৃহশিক্ষিকার কড়া শাস্তির দাবি উঠেছিল। সেই মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত পূজা সিংকে মঙ্গলবার

মিলল জামিনও

মারধরের সেই মুহূর্ত — এই সময়

ছ'মাস কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেন বিধাননগরের এসিজেএম শুভ্রসোম ঘোষাল। আইনজীবীদের একাংশের বক্তব্য, রাজ্যে এই প্রথম পড়ুয়াকে মারধরের ঘটনায় আদালত অভিযুক্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকার সাজা ঘোষণা করল। এই সাফল্য যেমন সরকারি আইনজীবীর, তেমনই পুলিশেরও। এই ধরনের ঘটনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুলিশ অভিযোগ ফেলে রাখে। অনেক ক্ষেত্রে আবার শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে মিটমাট করে নেন অভিভাবকরাও। এ ক্ষেত্রে সে-সব কিছুই হয়নি। তবে এ দিনই পূজার জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত।

২০১৪-র ২২ জুলাই দুপুরবেলা লেকটাউনের ওই বাচ্চাটিকে মারধরের অভিযোগ ওঠে গৃহশিক্ষিকার বিরুদ্ধে। পুরো ঘটনাই ধরা পড়েছিল সিসিটিভি ক্যামেরায়। তিন দিনের মধ্যেই রাসবিহারী এলাকা থেকে অভিযুক্ত শিক্ষিকাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তদন্ত শেষে চার্জশিট পেশ করা হয়। শুরু হয় বিচারপর্ব। সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় জানান, এই মামলায় বাচ্চাটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। মোট ১১ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। বাচ্চাটির পরিজন, পুলিশ, সিইএসসি-র ইঞ্জিনিয়ারও আছেন। যে দিন ঘটনা ঘটে, সে সময়ে লোডশেডিং চলছিল। সে-কারণেই সিসিটিভিতে পুরো বিষয়টি ধরা পড়েনি।

ওই দিন যে লোডশেডিং হয়েছিল, তা প্রমাণ করতে সিইএসসি-র ইঞ্জিনিয়ারকে ডাকা হয়েছিল। পূজাও নিজের উপস্থিতির কথা আদালতে স্বীকার করেন। সরকারি আইনজীবী তাঁর সওয়ালে বলেন, পড়াশোনা না-করার জন্য এ ভাবে মারধর বেআইনি ও নিষ্ঠুর আচরণ। পুলিশ ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ (মারধর), ৩৪১ (আটকে রেখে মারধর) এবং জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্টের ২৩ (কোনও বাচ্চা কারও দায়িত্বে থাকলে সেই সময়ে তার কোনও শারীরিক ক্ষতি হলে অপরাধ) ধারায় চার্জশিট পেশ করে।

বুধবার বিধাননগরের এসিজেএম শুভ্রসোম ঘোষাল পূজাকে দোষী সাব্যস্ত করে ছ'মাস কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন। অভিযুক্তের আইনজীবী ইন্দ্রকান্ত ঝা বলেন, 'তথ্যপ্রমাণের উপরে সে ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আমরা উচ্চ আদালতে জানাব।' রায় স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষামহল। দমদম কিশোরভারতী স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিত্যরঞ্জন বাগচী বলেন, এই রায়ের পর শিক্ষকরা যথাযথ আচরণ করবেন বলেই আশা রাখি।'

ও শহরতলি

লেকটাউনে ছাত্রকে মারধরে গৃহশিক্ষিকার ৬ মাসের সাজা ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: লেকটাউনে পড়ুয়াকে মারধরের ঘটনায় গৃহশিক্ষিকার ছ'মাসের সাজা ঘোষণা করল বিধাননগর এসিজেএম আদালত। ২০১৪ সালের জুলাই মাসের ওই ঘটনায় মঙ্গলবার বিচারক গৃহশিক্ষিকা পূজা সিংয়ের সাজা ঘোষণা করেছেন। যদিও ৩ বছরের কম সাজা হওয়ায় দোষী পক্ষের আইনজীবী এদিনই আদালতে জামিনের আবেদন করেন। এক হাজার টাকার বন্ডে আদালত তা মঞ্জুর করেছে। অক্টোবর মাসের মধ্যে অভিযুক্ত পক্ষকে এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আবেদন জানানোরও সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের জুলাই মাসে লেকটাউনে গৃহশিক্ষিকার বিরুদ্ধে ওই শিশুকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল। ঘটনার সময় শিশুটির মা পাশের ঘরে ছিলেন। গৃহশিক্ষিকা যে ঘরে শিশুটিকে পড়াচ্ছিলেন, সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল। আচমকাই শিশুটির চিৎকার শুনে তার মা সেন্ট্রাল মনিটরে পড়ার ঘরের সিসিটিভি দেখেন। তাতেই দেখা যায়, গৃহশিক্ষিকা ওই শিশুটিকে বেধড়ক মারছেন।

দীর্ঘ শুনানির পর মঙ্গলবার আদালত রায় ঘোষণা করেছে। সরকারি পক্ষের বিশেষ আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, আইনত এটি অত্যন্ত জটিল মামলা ছিল। সিসিটিভি'র ফুটেজ পাওয়া গেলেও, হার্ড ডিস্ক পাওয়া যায়নি। তাই অভিযোগ প্রমাণ করাটা চ্যালেঞ্জিং ছিল। ১১ জন সাক্ষ্য দিয়েছিল। শিশুটিও আদালতে নিজের বয়ান নথিবদ্ধ করিয়েছিল। আদালত সমস্ত শুনানির পর এদিন সাজা ঘোষণা করেছে। সেই সঙ্গে এক হাজার টাকা জরিমানা ঘোষণা করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও তিন মাসের সাজা। কিন্তু যেহেতু একত্রিতভাবে সাজা ঘোষণা করা হয়েছে, তাই ওই গৃহশিক্ষিকাকে এখন সর্বাধিক ৬ মাস সাজা খাটতে হবে। গৃহশিক্ষিকার আইনজীবী ইন্দ্রকান্ত ঝা বলেন, আদালত মাত্র ছ'মাসের সাজা ঘোষণা করায় তাঁরা খুব খুশি। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে জামিনের আবেদন করেছিলেন, আদালত এক হাজার টাকার বন্ডে তা মঞ্জুর করেছে। এই রায়ের বিরুদ্ধে তাঁরা উচ্চ আদালতে আবেদন করবেন।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

সংশোধনী-২

[১] নং. ৭০/১৯/১১৩৭ তারিখ: ২৩.০৭.২০১৮। বিষয়: স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০৬৬০/সি-তে ডব্লুএপি-৫ এবং ডব্লুএপি-৭-এর জন্য মেইন ট্রান্সফর্মার ৭৭৭৫ কেভিএ টাইপ লট-এর প্রোকিওরমেন্ট নিমিত্ত টেন্ডার কেস নং. ৭০/১৯/১১৩৭-তে সংশোধনী যেটি খোলার নির্ধারিত তারিখ ৩১.০৭.২০১৮। টেন্ডার খোলার পূর্বনির্ধারিত তারিখ স্থগিত করা হয়েছে: প্রকাশিত হয়েছিল: ৩১.০৭.২০১৮; পড়তে হবে: ১০.০৮.২০১৮।

সংশোধনী-২

[২] নং. ৭০/১৯/০০৫১ তারিখ: ২৩.০৭.২০১৮। বিষয়: স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/ ০৪৫৬/I-তে অনুরূপ অথবা মেইন ট্রান্সফর্মার ৬৫৩১ কেভিএ টাইপ এবিবি লট ৬৫০০-এর প্রোকিওরমেন্টের জন্য টেন্ডার কেস নং. ৭০/১৯/০০৫১-তে সংশোধনী যেটির ই-রিভার্স অকশনের নির্ধারিত তারিখ ০৩.০৮.২০১৮। খোলার পূর্বনির্ধারিত ই-রিভার্স অকশনের তারিখ স্থগিত করা হয়েছে: প্রকাশিত হয়েছিল: ০৩.০৮.২০১৮; পড়তে হবে: ১৩.০৮.২০১৮।

Sentence

■ **LAKE TOWN:** Puja Singh, the home tutor who was caught on camera thrashing a three-year-old child in Lake Town, was sentenced to six months' jail custody by a court in Salt Lake on Tuesday. Singh has been granted bail and will move a higher court.

TIMES

ll kid slapp
standing in

se
nt
er

K

udent
s alle-
acher
lly for
rly in
ol was
comp-
's fat-
erba-
yana
ed by
ner so
scars
s.
epor-
s first
ol car
child
d had
ar.
ently
rules
ed to
after
pro-
slap
trea-
ent at

Tutor jailed for beating up child

Kolkata: Four years after a private tutor Pooja Singh became infamous after a CCTV footage went viral allegedly showing her brutally beating up a three-and-a-half year old child in his Lake Town home, a Bidhannagar court has found her guilty and sentenced her to six months of imprisonment. The court found her guilty of IPC sections 323 (voluntarily causing hurt) and 341 (wrongful restraint) along with section 23 of the Juvenile Justice Act, 2006. Singh's lawyers said they are likely to challenge the order in a higher court. The incident took place on July 22, 2014. TNN

king about his birthday with a friend when he was slapped, claimed police sources.

"This is a serious offence. We want the teacher to be permanently dismissed from service and she be arrested for her action," said his father, who is employed with Life Insurance Corporation of India.

sh
ch
ar
co
ta
ke
ar
w
ce
pu
na
re

in
fo
th
w
li
r
th
v
i
g
t
b
i
c
L
r
s
t
t
l
t

the Times of India
p-5
25.07.18.